দৈনিক
ইনকিলাব

28 NOV 2006
পৃঃ ১৩ কলাম ৭

উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠছে ইরানী নারীরাও

তাল মিলিয়ে চলতে উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠছে ইরানী নারীরাও। অনেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেও উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন। এদেরই একজন মাহজোবি। ইরানের পশ্চিমাঞ্চলের ছোট এক শহর থেকে কিশোরী কন্যা মাহজোবি পড়তে এসেছেন দেশের সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয় রসায়ন প্রকৌশল। তার ক্লাশের অর্ধেকেরও বেশী ছাত্রী এবং গত ১০ বছরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের ৬০ ভাগই মেয়ে।

মাহজোবির আশা, এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে সে পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পে চাকরি নেবে। তবে এটা সম্ভব হয়েছে অভ্যুত্থানের পর মহিলাদের জন্য বোরখা পরা বাধ্যতামূলক করা হয়। এই বিপ্লবের পর কলেজগুলোকে ইসলামীকরণ ও নিরাপদ করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ধর্মপ্রাণ পরিবারগুলোকে তাদের মেয়ে সন্তানদের কলেজে পাঠাবার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

এ কারণে রাষ্ট্র পরিচালিত স্কুল ও আধা-সরকারি ইসলামিক আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ লাখে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৫০ হাজার। নৃতত্ত্ব বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রী মরিয়ম আনসারি বাইরের জগতে নিজের অবস্থান তৈরি এবং পুরুষের মত অবাধ বিচরণের জন্য পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন,

তার ধর্মপ্রাণ পরিবারের উদার মনোভাবের জন্য। অন্য আর দশ পরিবারের মত মাহজোবির বা- াও চেয়েছিলেন তাদের মেয়ে ংসারী হোক। কিন্তু মেধাবী ওয়ায় তারা তাকে উচ্চ শিক্ষা হণ এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে ৎসাহ দেন। ১৯ বছরের প্রাণবন্ত কিশোরী মাহজোবি অবশ্য গায়ে নোতনী কালো চাদর জড়াতে ভুল রে না। তাই বলে ছেলে বন্ধুদের ঙ্গে দূরত্বও বজায় রাখে না। রং মাঝে মধ্যেই তাদের প্রতি ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়।

শিষ্ট সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক সমাজবিদ্যার অধ্যাপক হামিদ জা জালাইপোর বলেন, ইরানে য়েদের বহু বাধ্য-বাধ্যতার ধ্যে থাকতে হয়। তবে মেয়েদের ক্ষাগ্রহণকে স্বনির্ভর ও সমাজ ঠনে অংশ নেয়ার গ্রহণযোগ্য াধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা য়।

কলেজ আমার আস্থা বৃদ্ধি করেছে এবং পুরুষের সঙ্গে আচরণ শিখিয়েছে।

ইরানী আইনে স্বামী তার স্ত্রীকে বাড়ির বাইরে কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারে। কিন্তু এই আইন মরিয়মকে দমাতে পারেনি। তিনি বলেন, আমি আমার নিজের ভবিষ্যত চিন্তা করতে শিখেছি এবং এমন মানসিকতার পুরুষকে বিয়ে করবে না, যে আমার ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে।

হামিদ রেজার মতে, অসচ্ছলতার কারণে মেয়েরা ব্যাপক হারে কলেজগামী হতে পারছে না। তিনি বলেন, খুব কম পরিবারই এক জনের আয়ে চলতে পারে। কাজেই মেয়েদের কাজ করতে হবে এবং ভাল বেতনের চাকরির জন্য নিজেদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

সূত্র : এএফপি

❑ কাওসার জাহান রুমা